যুগান্তর

তারিখ 27 JAN 2007
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

প্রধান উপদেষ্টাকে রাবির ২৩১ প্রগতিশীল শিক্ষকের স্মারকলিপি

উপাচার্যের অপসারণসহ বিভিন্ন দাবি

রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের ২৩১ জন শিক্ষক প্রফেসর ড. ইউনুস ও প্রফেসর ড. এস তাহের হত্যা মামলার বিচার, বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর ড. আলতাফ হোসেনের অপসারণ এবং গণনিয়োগ বাতিল ও বন্ধের দাবিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছেন। বৃহস্পতিবার রাতে তারা উপদেষ্টা বরাবর এ স্মারকলিপি প্রদান করেন।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, দলীয় প্রতিপত্তি ও আধিপত্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, চারদলীয় জোট নেতৃবৃন্দের যোগসাজশে নিয়মবহির্ভূতভাবে শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক শৃংখলা নষ্ট হয়েছে। প্লানিং কমিটির সুপারিশ ছাড়াই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রচার, এমনকি 'বর্তমানে শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজন নেই'— প্লানিং কমিটির এ ধরনের সিদ্ধান্তের পরও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিপুলসংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে। লোক দেখানো বাছাই পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর পর সিলেকশন বোর্ডের সদস্যরা পৃথক ঘরোয়া সভায় মিলিত হয়ে চূড়ান্ত বাছাই করছেন এবং তা সিন্ডিকেট থেকে অনুমোদন করিয়ে নিচ্ছেন। ফলে আর্থিক সংকট সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানটিকে অধিক লোকবলের আর্থিক বোঝা টানতে হচ্ছে এবং অনাচার-অনিয়মের দুর্নামের ভাগীদার হতে হচ্ছে। কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে মারাত্মক অনিয়ম-দুর্নীতি এবং লেনদেনের ঘটনা ঘটছে।

ভয়াবহ আর্থিক সংকট সত্ত্বেও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ২০০৪ সালে দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে ৫৪৬ জনকে নিয়োগ দেয়, যারা সবাই চারদলীয় জোটের কর্মী-সমর্থক। নিয়োগপ্রাপ্তদের অনেকে দাগি আসামি এবং অযোগ্য। আদালতের নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করেই রাবি প্রশাসন এসব কর্মচারীর নিয়োগ স্থায়ীকরণ করে।

স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়, কয়েক বছর যাবত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নানাভাবে চারদলীয় জোট সমর্থক ছাত্রছাত্রীদের সুবিধাদান, উপাচার্যের স্বেচ্ছামূলক ক্ষমতার বলে অর্ডিন্যান্স পরিবর্তন করে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ করে দেয়াসহ নানা স্বেচ্ছাচারিতা ও

প্রধান : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৫

প্রধান : বিভিন্ন দাবি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অনিয়মে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক শৃংখলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। শিক্ষকদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। নৈতিকতার পরিবেশ কলুষিত হচ্ছে।

২০০৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস এবং গত বছরের ১ ফেব্রুয়ারি প্রফেসর ড. এস তাহের আহমদ সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হন। দুটি হত্যা মামলাই সরকারের দ্রুত বিচার কার্যক্রম মনিটরিং সেলে থাকা সত্ত্বেও তদন্ত ও চার্জশিট দাখিলে দেরি হচ্ছে। ওই হত্যার বিচার না হওয়ায় অনেক শিক্ষক এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

স্মারকলিপিতে স্বাক্ষরকারী শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন— সাবেক উপাচার্য প্রফেসর সাইদুর রহমান খান, প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের আহ্বায়ক প্রফেসর ড. আবদুস সোবহান, প্রফেসর চৌধুরী জুলফিকার মতিন, প্রফেসর খায়রুল আলম খান, প্রফেসর মোঃ খালেকুজ্জামান, প্রফেসর ড. আনন্দ কুমার সাহা, প্রফেসর মুহম্মদ নূরুল্লাহ, অধ্যাপক মলয় কুমার ভৌমিক, প্রফেসর ড. এম শাহ্ নওয়াজ আলী, সরকার সুজিত কুমার, প্রফেসর ড. মুহম্মদ মিজান উদ্দিন, প্রফেসর ড. মোখলেসুর রহমান, প্রফেসর ড. মো. এন্তাজুল হক, প্রফেসর ড. মো. মাহবুবর রহমান প্রমুখ।